তারিখ 11 MAY 2003
পৃঃ 2

দৈনিক
ইত্তেফাক

ড়া অফিস ঃ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সিরাজগঞ্জ কলেজে নিরক্ষরমুক্ত সিরাজগঞ্জ স্মৃতিফলক উন্মোচন করেন-ইত্তেফাক

শিক্ষা ক্ষেত্রে কোন অনিয়ম ও শৈথিল্য সহ্য করা হবে না

……………………………………… প্রধানমন্ত্রী

আমিনুল ইসলাম চৌধুরী ও রেজাউল করিম খান ॥ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া শিক্ষা নিয়ে কোন অনিয়ম ও শৈথিল্যের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন, অর্থ নিয়ে কিছু অনিয়ম ও দুর্নীতির খবর আমার কানে আসে। পত্রিকাতেও দেখি। এসব অনিয়ম ও শৈথিল্য সহ্য করা হবে না। শিক্ষার ওপর আমরা জোর দিতে গিয়ে এই দরিদ্র দেশের মানুষের কষ্টার্জিত বিপুল অর্থ বরাদ্দ করেছি। মেয়েদের জন্য উপবৃত্তি এবং অসচ্ছল পরিবারের সন্তানদের শিক্ষার জন্য নগদ অর্থ প্রদান কর্মসূচীর পেছনে আমাদের কোটি কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে। শিক্ষার ব্যাপারে আমি ব্যক্তিগতভাবে শ্রম দিচ্ছি। সারাদেশে অনেকের কাছে এ বিষয়ে আমি চিঠি লিখেছি। কাজেই শিক্ষার সকল কার্যক্রমকে আমরা যে (২য় পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

প্রধানমন্ত্রী

(১ম পৃঃ পর)

কোন মূল্যে সফল করতে চাই। প্রধানমন্ত্রী গতকাল শনিবার সিরাজগঞ্জ সরকারী কলেজ মাঠে বিশাল জনসমাবেশে নিরক্ষরমুক্ত সিরাজগঞ্জ জেলা ঘোষণা করেন। প্রধানমন্ত্রী নাটোরের বনপাড়ায় হাটিকুমরুল-বনপাড়া ৫৫ কিলোমিটার দীর্ঘ নবনির্মিত মহাসড়কেরও উদ্বোধন করেন। প্রধানমন্ত্রী বক্তৃতায় বলেন, বাংলাদেশের সংবিধানেও শিক্ষার স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার হিসেবে। ১৯৯১ সালে আমরা প্রাথমিক শিক্ষার সকলের জন্য উন্মুক্ত করেছিলাম। প্রধানমন্ত্রী পূর্বাহ্নে সিরাজগঞ্জ সরকারী কলেজে নিরক্ষরমুক্ত সিরাজগঞ্জ জেলা ঘোষণা ও স্মৃতিফলক উন্মোচন করেন। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব ডাঃ তাহমিনা হোসেনের সভাপতিত্বে এ গণসমাবেশে অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী এম সাইফুর রহমান বলেন, জাতীয়তাবাদী সরকারের দেশ-বিদেশে যা কিছু সমাদৃত তা হলো গণশিক্ষা। ২০১৫ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করা হবে।

সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী ব্যারিস্টার আমিনুল হক, বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ। প্রধানমন্ত্রী দুপুরে নাটোরের বনপাড়ায় হাটিকুমরুল-বনপাড়া মহাসড়কের উদ্বোধনকালে বলেন, ১৯৯১-৯৬ সালে বিএনপি সরকার প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল।

যোগাযোগ মন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা, এলজিআরডি উপমন্ত্রী এ্যাডঃ রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু, যোগাযোগ উপমন্ত্রী আসাদুল হক দুলু, মোজাম্মেল হক এমপি অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। প্রধানমন্ত্রী বিকেলে নাটোর নবাব সিরাজুদ্দৌলা সরকারী কলেজ মাঠের বিশাল জনসভায়ও বক্তৃতা করেন। জনসভায় তিনি বলেন, বিরোধী দল কথায় কথায় সংসদ থেকে ওয়াক আউট করে। তারা মধ্যবর্তী নির্বাচনেরও দাবি তুলেছে। যুক্তিসংগত কারণ ছাড়াই তারা এসব দাবি তুলছে। জনগণের ভোটে বিএনপি ও চারদলীয় জোট দুই-তৃতীয়াংশ আসন পেয়ে সরকার গঠন করেছে। এ সরকার পাঁচ বছর পূর্ণ মেয়াদে সরকার পরিচালনা করবে। মধ্যবর্তী নির্বাচনের কোন প্রশ্নই উঠে না। তারা সরকারে থাকাকালীন সময়ে দেশের কোন উন্নয়নও হয়নি।

স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় উপমন্ত্রী রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলুর সভাপতিত্বে এ জনসভায় প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, দেশের কল্যাণে বর্তমান সরকার বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। নাটোরে হালতিবিল প্রকল্প বাস্তবায়নের ঘোষণা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে যদি সহায়ক হয় তাহলে এর জন্য অর্থের অভাব হবে না। অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী এম সাইফুর রহমান, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী ব্যারিস্টার আমিনুল হক, ক্রীড়া ও যুব প্রতিমন্ত্রী ফজলুর রহমান, কাজী গোলাম মোর্শেদ এমপি, রুহীদুল ইসলাম বাচ্চু বক্তৃতা করেন।